নবী আর কবির কথা

দিলরুবা শাহানা

বিদ্রোহী কবি বললে একজনের চেহারাই মনে ভাসে, আর উঁনি কেউ নন, উঁনি কবি নজরুল। ভালবেসে তাঁকে ক্ষ্যাপাও বলা যায়, যাবে নাই বা কেন কবি নিজেই বলেছেন 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে'। রেগে গিয়ে কবি বলছেন
'খোদার ঘরে কে আগল লাগায় কে দেয় ওখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে চালা হাতুড়ি শাবল চালা,।'
চলুন দেখি কখন কবি এতো ক্ষেপে গিয়ে খোদার ঘরের আগল ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। নাকি স্বয়ং স্রষ্টা কবির মাধ্যমে গর্জে উঠেছিলেন? নজরুলের কবিতায় দেখা যায় কোন এক মসজিদে শিন্নীর শেষে প্রচুর খাবার উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। মসজিদের ইমাম বা মোল্লা সাহেব বেঁচে যাওয়া কোর্মা, পোলাও আর ফিরনী দেখে আনন্দে আটখানা। ঠিক তখনি আনন্দে বিষাদের ছায়া পড়লো। এক ভুখা অশিতীতিপর বৃদ্ধ হাক দিল খাবারের প্রত্যাশায়। মোল্লা কি করলেন? ক্ষুধার্ত বৃদ্ধের জন্য সহানুভূতিতে কি মোল্লা বিষাদগ্রস্থ হয়েছিলেন? ভুখাকে খাবার দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন?
না, এরকম কিছুই ঘটেনি। সহানুভূতির বদলে বৃদ্ধের উপর মোল্লা ক্ষেপে উঠলেন। ঐ বৃদ্ধকে খাবার দিলে কিছুতো কমে যাবে তাই তার রাগ। মোল্লা হেকে উঠলেন, 'নামাজ পড়িস বেটা?'
'না, বাবা'
উত্তর শুনে তেড়ে উঠলেন মোল্লা। রাগে গম গম করে যা বললেন তা হল ভুখা আছে তো কি হয়েছে, মড়ুক গিয়ে গরুর ভাগাড়ে পড়ে।
ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ফিরে যেতে যেতে বললেন
'আশিটা বছর কেটে গেছে, ডাকিনি তোমায় কভু
তা বলে আমার ক্ষুধার অন্ন বন্ধ করনি প্রভু'
কবি নজরুল ক্ষুধার্ত ভিক্ষুর কণ্ঠে স্রষ্টারই আর্তি শুনতে পেয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই কথাটা সত্যি। সে ঘটনা পরে বিবৃত হবে। তবে ক্ষ্যাপা কবি ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্ষুধার্ত আত্মার লাঞ্ছনায় রেগে গিয়ে হাক দিয়েছিলেন ভজনালয়ের সব দ্বার ভেঙ্গে ফেলার জন্যে] ঐসব ধর্মালয়কে ঘিরে স্বার্থান্বেষীরা যে নিয়ম চালু করেছে তা দেখে স্রষ্টাও তাজ্জব হন বোধহয় ক্ষণে ক্ষণে।
বেনামাজী বৃদ্ধকে ক্ষুধার অন্ন না দেওয়াতে নজরুলতো শুধু হাতুড়ি শাবল চালিয়ে মসজিদের দুয়ার ভাঙ্গতে চেয়েছেন। আর এরকম ক্ষেত্রে আল্লাহ কি করেছেন? নাফরমান বেনামাজীর প্রতি আল্লাহ কি কঠোর ছিলেন?
নাহ্, তা ছিলেন না। বরং এমনি এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ এক নবীকে তিরষ্কার করেছেন একই রকম ব্যবহারের কারনে।

নজরুল গবেষকরা কি বলেছেন আমার জ্ঞানের মাঝে নাই তবে তথ্যানুন্ধান সাক্ষ্য দিচ্ছে হযরত ইবরাহিমের ঘটনার ছায়াই এই কাহিনীতে ফুটে উঠেছে। এই কবিতা কবে লিখিত হয়েছে তা জ্ঞাত নই, নজরুল তখন কি কি পড়েছিলেন সে সময়ে তাও জানার মাঝে নাই। কোন একদিন গবেষকরা হয়তো চোখ ব্যথা করে হাজার হাজার পাতা উল্টে এইসব তথ্য খুঁজে বের করবেন। প্রতিভা জন্মগত বা প্রকৃতির দান যাই বলা হউক না কেন একজন প্রতিভাবানও শ্রমিক সেই শিল্পের, যা নির্মানে সত্যের খুঁজে হয়রান হন বার বার। সেই সুন্দর সত্য আত্মার মাঝেই খোঁজা হউক বা চারপাশের জগত ঘেটে তুলে আনাই হোক না কেন। আমাদের জানা আছে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ নবেল পুরুষ্কার পাওয়ার পর 'রক্ত করবী' নাটকটির দশ দশবার খসড়া তৈরী করেন। এই কষ্টসাধ্য কাজ কবি করেছেন নিজের হাতে কলম ধরে। একে কি বলা যায় আপন মাঝে সোনার হরিণ খুঁজে বেড়ানো। তেমনি নজরুলও কোনকিছু সৃষ্টির আগে কতকিছু পড়েছেন, কত খসড়া করেছেন কে জানে।

যদি কোরান শরীফে সুরা হুদ পড়া থাকে এবং সাথে তফসীরও মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় তবেই বুঝতে পারা যাবে নজরুল ঐ কবিতায় আল্লার কণ্ঠই কাব্যিক ভাবে প্রকাশ করেছেন।

যে কবিতার কথা উল্লেখিত হয়েছে তাতে নজরুলের অনুসন্ধিৎষু মননের পরিচয় মেলে।সুরা হুদএর তফসীরে এক জায়গায় হযরত ইবরাহিমের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। খুব অতিথি পরায়ণ ছিলেন এই নবী। মেহমান ছাড়া একবেলা খাবার খেতেও তাঁর মন চাইতো না। একদিন কোন মেহমান আসেনি। ইবরাহিম রাস্তা থেকে এক অপরিচিত বৃদ্ধকে ডেকে আনলেন তাঁর সাথে খানা খেতে। দুজ'নে খেতে বসেছেন। বৃদ্ধ যখন খাবার তুলেছেন মুখে দেবেন বলে নবী বললেন,

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করুন।

বৃদ্ধ খাবার রেখে দিয়ে বললেন,

আল্লাহ কে? যাকে চিনিনা, দেখিনি তার নামে আমি খাবার শুরু করবো না।

ইবরাহিম নবী রেগে গেলেন। যাকে আদর করে খেতে ডেকে এনেছিলেন সেই বৃদ্ধ মেহমানকে পাত থেকে তুলে তাড়িয়ে দিলেন। ইবরাহিমের উপর আল্লাহ্‌ নারাজ হলেন। তফসীরে বলা হয়েছে ফেরেস্‌তা জিবরাইল তৎক্ষনাত প্রেরিত হলেন ইবরাহিমের কাছে। জিবরাইল আল্লাহর তিরষ্কার মিশ্রিত বক্তব্য নবীর কাছে পেশ করলেন। যাতে আল্লাহ্‌তালা এভাবে বলেছেন

'আমি তার(সেই বৃদ্ধের) কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার পরেও এতো বছরেও তার রিজিক বন্ধ করিনি। আর তুমি তাকে একবেলার আহারও দিতে পারলেনা!'

এরপর আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই। আছে শুধু বোঝার, আত্মস্থ করার অনেক উপাদান।